Excise Duty

আবগারী শুল্ক

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে আবগারী শুল্ক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় আবগারী ও লবণ আইন, ১৯৪৪ বহাল রাখা হয় এবং কিছু আইটেম আবগারী ব্যবস্থার আওতায় রাখা হয়। ক্রমে ক্রমে উক্ত আইটেমসমূহ ভ্যাট ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। তবে, এখনও দু'টি আইটেম (ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ও বিমান টিকেট) আবগারী ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে। নিম্নে উক্ত বিষয় দু'টি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ব্যাংক এ্যাকাউন্ট:

এসআরও নং-২৫৬-আইন/২০১০/৩০৫-আবগারী, তারিখ: ৩০ জুন, ২০১০ অনুসারে বর্তমানে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর নিম্নবর্ণিত হারে আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য আছে। উলেখ করা যেতে পারে যে, উক্ত আবগারী শুল্ক কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্টের বছরের যে কোনো সময়ে সর্বোচ্চ ব্যালান্সের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাকাউন্ট দু'প্রকারের হ'তে পারে। যথা: (১) ডেবিট এ্যাকাউন্ট; এবং (২) ক্রেডিট এ্যাকাউন্ট। এ দু'ধরনের এ্যাকাউন্টের ওপর বছরের সর্বোচ্চ ব্যালান্স হিসাবে নিম্নের হারে আবগারী শুল্ক কর্তন করা হয়। আরো উলেখ্য যে, ব্যাংক কর্তৃক আরো নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। যেমন: টিটি ইস্যু, ডিডি ইস্যু, এলসি ইস্যু, ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু ইত্যাদি। এসকল সেবার বিপরীতে ব্যাংক যে কমিশন পায়, তার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রযোজ্য আছে।

ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ব্যালান্স	আবগারী শুল্কের পরিমাণ
(ক) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকার কম হলে।	শূণ্য
(খ) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকার বেশি হলে এবং ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার কম হলে।	১২০/- (এক শত কুড়ি টাকা মাত্র)

(গ) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার বেশি হলে এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার কম হলে।	৩৫০/- (তিশ শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)
(ঘ) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার বেশি হলে এবং ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার কম হলে।	১,০০০/- (এক হাজর টাকা মাত্র)
(ঙ) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার বেশি হলে এবং ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকার কম হলে।	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
(চ) উক্ত এ্যাকাউন্টের ডেবিট অথবা ক্রেডিট ব্যালান্স বছরের যে কোনো সময়ে ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকার বেশি হলে।	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)

তবে, নিম্নের দু'টি ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া আছে:

(ক) গ্রামীণ ব্যাংকের পেনশন স্কীম

(খ) ১০ (দশ) টাকা জমা করে কৃষক কর্তৃক খোলা ব্যাংক হিসাবে ১ (এক) লক্ষ টাকা ব্যালান্স পর্যন্ত।

বিমান টিকেট:

এসআরও নং-২৫৬-আইন/২০১০/৩০৫-আবগারী, তারিখ: ৩০ জুন, ২০১০ অনুসারে বর্তমানে বিমান টিকিটের ওপর নিম্নবর্ণিত হারে আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য আছে। উলেখ্য, এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ টিকিটের সাথে আবগারী শুল্ক যাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করে নেয়। পরবর্তীতে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে দেয়।

অভ্যন্তরীণ বিমান টিকেট, প্রতি সিট (সর্বশেষ গন্তব্য পর্যন্ত একাধিক স্টপওভারসহ)	৩০০ (তিনশত টাকা মাত্র)

আন্তর্জাতিক বিমান টিকেট, প্রতি সিট (অভ্যান্তরীণ সংযোগ ফ্লাইটসহ)	(i) সার্কভুক্ত দেশসমুহের জন্য ৩০০ (তিনশত) টাকা মাত্র; (ii) সার্কভুক্ত দেশসমূহ এবং দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ৫০০ (পাঁচশত টাকা) মাত্র; (iii) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, জাপান, চীন, ভিয়েৎনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, টাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া, ১,০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র)।

অব্যাহতি:

(ক) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ রুটে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স-এর বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বিদেশি কূটনীতিকদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রে যে কোন এয়ারলাইন্স-এর বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক অব্যাহতি দেয়া আছে।

*** সমাপ্ত ***